



সম্পাদক  
শাহাদত চৌধুরী  
নির্বাহী সম্পাদক  
মোহসিনুল আদনান  
প্রধান প্রতিবেদক  
গোলাম মোর্তোজা  
প্রতিবেদক  
জয়ন্ত আচার্য  
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বারু  
সহযোগী প্রতিবেদক  
বদরুল আলম নাবিল  
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস  
প্রধান আলোকচিত্রী  
তুহিন হোসেন  
আলোকচিত্রী  
আনোয়ার মজুমদার  
নিয়মিত লেখক  
আসজাদুল কিবরিয়া, জুটন চৌধুরী  
ফাহিম হুসাইন, হাসান মৃত্তাজা  
নোমান মোহাম্মদ, জব্বার হোসেন  
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি  
সুমি খান  
যশোর প্রতিনিধি  
মামুন রহমান  
সিলেট প্রতিনিধি  
নিজামুল হক বিপুল  
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি  
মিজানুর রহমান খান  
কানাড়া প্রতিনিধি  
জসিম মল্লিক  
হলিউড প্রতিনিধি  
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল  
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি  
আকবর হায়দার কিরণ  
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি  
নাসিম আহমেদ  
যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি  
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ  
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান  
নূরুল কবীর  
শিল্প নির্দেশক  
কনক আদিত্য  
প্রদায়ক আলোকচিত্রী  
এ এল অপূর্ব  
জেনারেল ম্যানেজার  
শামসুল আলম

যোগাযোগ  
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০  
পিএবিএক্স : ৯৩৫০৯৫১ - ৩  
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯৩৪৯৪৫৯  
ফ্যাক্স : ৯৩৫০৯৫৪  
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত  
লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০  
ইমেল : s2000@dbn-bd.net

দাম : ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড  
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর  
পক্ষে মাহফুজ আনাম কর্তৃক প্রকাশিত  
ও ট্রান্সক্রোফট লিঃ, ২২৯ তেজগাঁও  
শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

দেশের সাধারণ মানুষ নিরাপদ জীবন চায়। একটু নিরিবিলি বাঁচতে চায়। অথচ চারদিকে ঘটনা প্রবাহ মানুষকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। মানুষ হয়ে উঠছে হতাশাবাদী। সবচেয়ে অসহায়ত্ব বোধ করছে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে তারা এখন দিশেহারা। রোজার আগে এক কেজি মরিচের দাম ২০ টাকা ছিল। রোজার মধ্যে এক কেজি মরিচ ৮০ টাকা দাম হয়েছে। এখন ৫০ টাকা। কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের এক জরিপে দেখা গেছে, গত এক বছরে সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ৩০ শতাংশ বেড়েছে।

সন্ত্রাস সমস্ত দেশকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। পুলিশের ভাষ্য মতে, প্রতিদিন গড়ে ১০ জন খুন হচ্ছে। ঘুমন্ত ঘরে গভীর রাতে বাঁশখালীতে ১১ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় মরছে মানুষ। এ সন্ত্রাসের এক পৈশাচিক ধারা চলছে। অস্ত্রের চালান প্রায়ই ধরা পড়ছে। অথচ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বলতে পারছে না কারা, কি উদ্দেশ্যে অস্ত্র আনছে। সর্বত্রই সাধারণ মানুষ নিরাপদহীন মনে করছে।

দেশে ঘুষ ও সন্ত্রাস প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে। ঘুষ ছাড়া কোনো কাজ হয় না এ কথা দেশের সাধারণ মানুষ জেনে গেছে। মানুষ চায় ঘুষ নিয়েও যেন কাজটি হয়ে যায়। হয়রানিতে পড়তে না হয়। আবারও এদেশ টিআইবি রিপোর্টে এক নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। বিদেশী দূতাবাসগুলো প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনছে। ঈদের ছুটিতে ঘরে ফিরে যেতে ৬৫ জন মানুষকে রাস্তায় প্রাণ দিতে হয়েছে। পড়তে হয়েছে পরিবহন মালিক শ্রমিকদের হয়রানিতে।

জনগণকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিলেন। তারা বলেছিলেন, ক্ষমতায় গিয়ে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করবেন। এখন তারা সাধারণ মানুষের নয়, নিজের ভাগ্যের পরিবর্তনে ব্যস্ত। বলা হচ্ছে বিশেষ একটি ভবনকে পারসেন্টেজ না দিলে কোনো কাজ হয় না। মন্ত্রীরা ব্যস্ত তদবিরে। মূলত অতীতের মতো এখনও মন্ত্রী, সাংসদ, আমলারা দেশকে লুটেপুটে খাচ্ছে। অথচ তাদের দায়িত্ব ছিল জাতিকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নেয়ার।

চারদিকে অব্যবস্থাপনা। বিশৃঙ্খলা আর হতাশা। মানুষ এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজছে। নানা মত পোষণ করছে। এখন সঠিক পথটি বের করে সংকটাপন্ন এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে হবে।